সপ্তম অধ্যায়
কৃষি

[কৃষির অগ্রগতির সাথে বাংলাদেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এ ছাড়া দারিদ্র্য বিমোচন, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রেও কৃষিখাতের অগ্রগতির প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। লাভজনক, টেকসই ও পরিবেশবান্ধব একটি কৃষি ব্যবস্থা জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অপরিহার্য। বাংলাদেশকে চলতি ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, জাতীয় কৃষি নীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষি খাতের উন্নয়নে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থায় গত কয়েক বছর ধরে উর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় রয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ বছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হবে ৩৭৫.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১০.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ২০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন) যা ২০১১-১২ অর্থ বছরে ছিল ৩৪৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন (আউশ ২৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৭.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ৯.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং ভুট্টা ১৯.৫৪ লক্ষ মেট্রিক টন) । ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১ লক্ষ মেট্রিক টন)। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১.৭৭ লাখ মেট্রিক টন। চলতি অর্থবছরে মোট ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১০,২০০.০৬ কোটি টাকা (মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত) যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭২.১৯ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈব সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ১২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।]

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির চালিকা শক্তি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরের জিডিপিতে এ খাতের অবদান ছিল ১৯.৪১ শতাংশ। ২০১২-১৩ অর্থবছরে স্থির মূল্যে জিডিপিতে সার্বিক কৃষি খাতের অবদান ১৮.৭০ শতাংশ হবে বলে প্রাক্কলন করা হয়েছে (বিবিএস, সাময়িক হিসাব)। এছাড়া সার্বিক জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের পরোক্ষ অবদানও রয়েছে। বিশেষ করে বৃহৎ সেবা খাতের মধ্যে পাইকারি ও খুচরা বিপণন, হোটেল ও রেঁস্তোরা এবং পরিবহণ, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ খাতের প্রবৃদ্ধিতে এ খাতের অবদান রয়েছে। অন্যদিকে দেশের শ্রমশক্তির মোট ৪৭.৫ শতাংশ কৃষিখাতে নিয়োজিত (এমইএস, ২০১০, বিবিএস)। চলতি অর্থবছরের (২০১২-১৩) জুলাই-ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানি আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ২২৬.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা একই সময়ের মোট রপ্তানি আয়ের ১১.৯ শতাংশ। কৃষিখাতের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য যেমন হিমায়িত খাদ্য, কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য, চা ছাড়াও সরকার অপ্রচলিত কৃষিপণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধিতে পদক্ষেপ নিয়েছে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

চলতি ২০১৩ সালের মধ্যে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষি খাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদা ভিত্তিক সিস্টেম-বেজড্ এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীট পতঙ্গ/রোগবালাই মুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প-সময়ে (Short-duration) ফসল পাওয়া

যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রারণসহ সার্বিক কৃষি গবেষণাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ইতোমধ্যে পরমাণু ও বায়োটেকনোলজি পদ্ধতি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। তদ্রুপ স্বল্প-সময়ের (সর্বোচ্চ ১১০ দিন) শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের মঙ্গাপীড়িত এলাকায় অভাবের সময় খাদ্যাভাব দূরীকরণ এবং মানুষের কর্মসংস্থান সম্ভব হয়েছে।

কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, ন্যায্য মূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের উৎপাদিত শস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে নষ্ট হওয়ার কারণে তাদেরকে শস্যমূল্য সহায়তার জন্য কৃষিবীমা এবং কৃষক পর্যায়ে কৃষিপণ্যের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্যও বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। শস্য বহুমুখীকরণের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গঠিত Endowment Fund-এর বর্তমান আকার ৫০৮ কোটি টাকা। এছাড়া সরকার সারাদেশে ১ কোটি ৪০ লক্ষ কৃষক পরিবারের মধ্যে উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ করেছে।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১১-১২ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৪৮.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। তন্মধ্যে, আউশ ২৩.৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১২৭.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৯.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ বছরে আউশ ২৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৩.০০ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮৭.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ১০.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন হবে বলে আশা করা হচ্ছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের হিসাব অনুযায়ী এ অর্থ বছরে ভুট্টার উৎপাদন ২০.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ -এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হ'ল। উল্লেখ্য যে, বোরো ধান, গম ও ভুট্টা ফসল মাঠে থাকায় এর উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী রাখা হয়েছে।

সারণি ৭.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১২-১৩* (লক্ষ্যমাত্রা)
আউশ	১৭.৪৫	১৫.১২	১৫.০৭	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩৩	২৩.৭০	২১.৫৮
আমন	১০৮.১০	১০৮.৪১	৯৬.৬২	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১৩৩.০০	১২৮.৯৭
বোরো	১৩৯.৭৫	১৪৯.৬৫	১৭৭.৬২	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৬০	১৫০.৫৫
মোট চাল	**২৬৫.৩০**	**২৭৩.১৮**	**২৮৯.৩১**	**৩১৩.১৭**	**৩২২.৫৭**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৭.৯৭**	**৩৪৪.৩০**	**৩০১.১০**
গম	৭.৩৫	৭.৩৭	৮.৪৪	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১০.৩৬	-
ভুট্টা	৫.২২	৮.৯৯	১৩.৪৬	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১৯.৫৪	২০.৪২	**২.৬৯**
মোট	**২৭৭.৮৭**	**২৮৯.৫৪**	**৩১১.২১**	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৪৮.৮৫**	**৩৭৫.০৮**	**৩০৩.৭৯**

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর (ডিএই), কৃষি মন্ত্রণালয় ।* ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত।

খাদ্য বাজেট

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১১-১২ অর্থ বছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল ১১.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। পরবর্তীতে এ লক্ষ্যমাত্রা সংশোধন করে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয় ১৩.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১২.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১৩.২৭ লক্ষ মেট্রিক টন, গম সংগৃহীত হয়েছিল ০.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন । চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য্য করা হয়েছে ১৬.০০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৫.০০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৯.০৮ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.১৭ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১১.৬০ লক্ষ মেট্রিক টন)। এর মধ্যে সরকারি খাতে মোট আমদানির পরিমাণ ৩.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.০২ ও গম ৩.৮০ লক্ষ মেট্রিক টন) এবং বেসরকারি খাতে খাদ্য শস্যের আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৭.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.১৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৭.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন)।

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে সরকারি ও বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ২২.৩৬ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ৫.১৩ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১৭.২৩ লক্ষ মে. টন। এর মধ্যে সরকারিভাবে ৯.৪৬ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছিল, যার মধ্যে চাল ৪.৫৫ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ৫.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং বেসরকারি খাতে মোট খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ ছিল ১২.৪০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ০.৫৯ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১১.৮১ লক্ষ মেট্রিক টন)।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি পাবলিক ফুড ডিষ্ট্রিবিউশন সিস্টেম (পিএফডিএস) বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় মুদ্রায়িত (monetised) খাতে (ওএমএস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য) এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা অমুদ্রায়িত (non-monetised) খাতে (কাজের বিনিময়ে খাদ্য- কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২৬.৩২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০.৯৫ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (মুদ্রায়িত খাতে ৮.৫৮ লক্ষ মেট্রিক টন এবং অমুদ্রায়িত খাতে ১২.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বাজেটে ২৭.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে, ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত মুদ্রায়িত খাতে (ইপি, ওপি, এল.ই, ও.এ.ম.এস, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৪.৩১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং অমুদ্রায়িত খাতে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৭.৮৮ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ১২.১৯ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের বর্তমান সময় পর্যন্ত (ফেব্রুয়ারি/১৩) দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণ ক্ষমতার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। যা ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে বেড়ে দাঁড়াবে ২০.০০ লক্ষ মেট্রিক টন।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

মানসম্মত বীজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান উপকরণ। অধিক হারে মানসম্পন্ন বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৩টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১২টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ৭৫টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৫৭,১১৬ থেকে বৃদ্ধি করে ৭৩,৯৯৬ জনে উন্নীত করা হয়েছে । এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ৬৮,৮৪৬ হেক্টর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১২-১৩ মৌসুমে বিএডিসি উন্নত জাতের ১,০৫,৫০০ মেট্রিক টন ধান বীজ, ২৯,০০০ মেট্রিক টন গম বীজ, ২৪,০০০ মেট্রিক টন আলু বীজ, ২,১০০ মেট্রিক টন ডাল বীজ, ১,৯০০ মেট্রিক টন তৈল বীজ, ১,৭২০ মেট্রিক টন পাট বীজ, ১৩২ মেট্রিক টন সবজি বীজ, ১,৫০০ মেট্রিক টন ভূট্টা বীজ এবং ৯০০ মেট্রিক টন মশলা জাতীয় বীজসহ মোট ১,৬৬,২৫২ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে বিএডিসি কর্তৃক মোট ১,১৯,৫৪৩ মেট্রিক টন বিভিন্ন ফসলের মানসম্পন্ন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১০-১১, ২০১১-১২ এবং ২০১২-১৩ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণের অর্জন ও লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.২: বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১০-১১ অর্থবছরের অর্জন		২০১১-১২ অর্থবছরের অর্জন		২০১২-১৩ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ
ধান বীজ	৯১৭০৬	৭৯,৭৯৮	৯৭,৭১০	৯১,৮২১	১০৫৫০০.০০	৬৮৭৬০.৬৬
গম বীজ	২৭৩০৪	২৭,০৬৯	২৮,০০০	২৭,৩০৪	২৯০০০.০০	১৮৮০৬.১০
ভুট্টা বীজ	২৯৬	১৩১	১০০০	২৯৬	১৫০০.০০	৯৯.৭৭
আলু বীজ	২০৪৪২	১৮,৮৯৯	২২০০০	২০,৪৪২	২৪০০০.০০	১৬১২৬.১৪
ডাল বীজ	১৪২৬	১২০৮	১৫৫০	১৪২৬	২১০০.০০	৭৩৯.৮৮
তৈল বীজ	১০৯২	১০১২	১৪৫০	১০৯২	১৯০০.০০	১১৮৫.২১
পাট বীজ	১৫৮৯	১৬২১	১৬০০	১৫৮৯	১৭২০.০০	২৬৫.৮৮
সবজি বীজ	১২০	১০২	১২৫.৬৫	১২০	১৩২.০০	৫০.৯৯
মসলা জাতীয় বীজ	৮৬	৬১২	৮০০	১০৭	৯০০	৮৯.১৮
সর্বমোট	১,৪৪,০৬৪.৫৪	১,৩০,৪৫২	১,৫৪,২১৩	১,৪৪,২০০.০০	১৬৬২৫২.০০	১১৯৫৪৩.৯৬

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয় ।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈব সারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি ও খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১০-১১ অর্থবছরে ইউরিয়া সার

ব্যবহৃত হয়েছে ২৬.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং মোট সার ব্যবহৃত হয়েছে ৪০.৮৫ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১১-১২ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪০.৪৯ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২২.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০০৫-০৬ থেকে ২০১১-১২ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সারের ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৩: কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

('০০০' মেট্রিক টন)

অর্থবছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০০৫-০৬	২৪৫১.৩৭	৪৩৬.৪৭	১৪৫.০০	১৩০.৩৯	১১০.০০	২৯০.৬৭	৬.৩২	১০৪.৯৫	৭.৫০	০	৩৬৮২.৬৭
২০০৬-০৭	২৫১৫.০০	৩৪০.০০	১১৫.০০	১২২.০০	১২৫.০০	২৩০.০০	৬.০০	৭২.০০	২৬.০০	০	৩৫৫১.০০
২০০৭-০৮	২৭৬২.০০	৩৯২.০০	১২৯.০০	১১৮.০০	১২০.০০	২৬২.০০	৭.০০	৭৫.০০	২০.০০	০	৩৮৮৬.০০
২০০৮-০৯	২৫৩২.৯৬	১৫৬.০০	১৮.২৩	২০.০০	৪০.০০	৭৫.০০	৩.০০	১৫.০০	৫.০০	০	২৮৬৫.১৯
২০০৯-১০	২৪০৯.০০	৪২০.০০	১৩৬.০০	০	৫০.০০	২৬৩.০০	৫.০০	২০.০০	১০.০০	০	৩৩১৩.০০
২০১০-১১	২৬৫২.০০	৫৬৪.০০	৩০৫.০০	০	৪০.০০	৪৮২.০০	৫.০০	২৫.০০	১২.০০	০	৪০৮৫.০০
২০১১-১২	২২৯৬	৬৭৮	৪০৯	০	২০.০০	৬১৩	৬.০০	১৫.০০	১২.০০	০	৪০৪৯.০০

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।

সেচ

সঠিকভাবে সেচের পানির ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পানির অপচয় হ্রাসের পাশাপাশি উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। পরিবেশ সংরক্ষণের মাধ্যমে দেশের ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-উপরিস্থ পানির সুসমন্বিত ও সুপরিকল্পিত ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, ফসল উৎপাদন নিবিড়তা, বহুমুখীকরণ ও ফলন বৃদ্ধির প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ উদ্দেশ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানের সেচের এলাকা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে সেচের পানির পরিমিত ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে Alternate Wetting & Drying (AWD) এর উপর বোরো মৌসুমে প্রদর্শনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ও কৃষকদের কাছ থেকে আশাব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া যায়।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক নদীতে পানি প্রবাহ হ্রাস ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় রেখে ভূ-গর্ভস্থ পানির ওপর চাপ কমানোর লক্ষ্যে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ ও ব্যবহারের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সরকার এর মাধ্যমে খাল-নালা, পুনঃখনন/সংস্কার, পাহাড় ছড়ায় ঝিরিবাঁধ ও সেচ অবকাঠামো নির্মাণ করে বিভিন্ন ক্ষমতার শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, বিদ্যুতায়ন, সেচের পানির অপচয় রোধ করার নিমিত্ত ভূ-উপরিস্থ ও ভূ-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা নির্মাণ কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি/প্রকল্প গ্রহণ করেছে। তাছাড়া ছোট ছোট নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা প্রদান, সেচচার্জ আদায় নিশ্চিতকরণ ও পানির সুষ্ঠ ব্যবহারের জন্য গভীর নলকূপে স্মার্ট কার্ড বেজড প্রিপেইড মিটার স্থাপনের কাজ চলছে।

সরকারিভাবে ষাটের দশকের গোড়ার দিকে ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প (শক্তিচালিত পাম্প, গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ইত্যাদি) বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরুর পর দ্রুত সেচের অধীন জমির আয়তন বাড়তে থাকে। সেচের আওতাধীন এলাকার সম্প্রসারণ বর্তমানেও অব্যাহত রয়েছে। ২০০৪-০৫ অর্থবছরে সেচভুক্ত এলাকা ছিল ৫৩.৬৫ লক্ষ হেক্টর, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫.১৫ লক্ষ হেক্টরে। ২০১২-১৩ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৩.৯৭ লক্ষ হেক্টর। বিএডিসি সংশ্লিষ্ট সেচ প্রকল্প ও এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে গভীর নলকূপ, অগভীর নলকূপ, ভাসমান পাম্প ও শক্তিচালিত পাম্প ব্যবহার এবং খাল-নালা সংস্কার, স্লুইস গেট/ সাইফন ইত্যাদি অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ২০০৫-০৬ অর্থবছরে ৪.৭৫ লক্ষ হেক্টর, ২০০৬-০৭ অর্থবছরে ৪.৮৮ লক্ষ হেক্টর, ২০০৭-০৮ অর্থবছরে ৪.৯৫ লক্ষ হেক্টর এবং ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ৫.০০ লক্ষ হেক্টর জমিতে

সেচ সুবিধা প্রদান করেছে। বর্তমান সরকারের সময় ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৫.১০ লক্ষ হেক্টর, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫.৩৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদানের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৬৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) রাজশাহী বিভাগের সবগুলো জেলাতে সেচ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করেছে। ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত সর্বমোট ১৩,৭৫৯ টি গভীর নলকূপ ব্যবহার করে আউশ, আমন ও বোরো মৌসুমে সর্বমোট প্রায় ৫.১৫ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ প্রদান করা হয়েছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারের মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এ যাবৎ ২,৮৮০ টি পুকুর পুনঃখনন, ১,১৭৭ কিলোমিটার খাল/খাঁড়ি পুনঃখনন এবং উক্ত খালে ৬২৩ টি পানি সংরক্ষণ কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। যার মাধ্যমে বিগত দুই বছরে প্রায় ৬০ হাজার হেক্টরেরও অধিক আয়তনের জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে । দেশে প্রথমবারের মত জলাবদ্ধ হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলে ফসল আবাদ বৃদ্ধিকরণ তথা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির নিমিত্ত বিএডিসি'র মাধ্যমে ৩১,৩৪৪.২৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই, ২০০৯-১০ হতে ২০১১-১২ পর্যন্ত সারা দেশে ৩৬টি ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এছাড়া বিগত ২০১০-১১ হতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে ২৭২.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ৩০টি এবং ২০১১-১২ অর্থ বছর হতে ৩৯৪.২৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে আরো ৪২টি কর্মসূচি বাস্তবায়নের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে। উল্লিখিত কর্মসূচির আওতায় গত জুন ২০১১ পর্যন্ত ১৩৭.৪৭ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৩.৩০ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ ও ১৫.৮০ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে সম্পন্ন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

গত ২০১১-১২ অর্থ বছরে বিএডিসি এর মাধ্যমে ৯৪০.১৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে বিভিন্ন মেয়াদে ক্ষুদ্রসেচ সংক্রান্ত মোট ১৫টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লিখিত প্রকল্পসমূহে ১৩২১ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ৩৬.০০ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ ও ২১৯৮.৬৬ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। জুন ২০১১ পর্যন্ত ৪৭৫.৬৭ কিলোমিটার খাল খনন/পুনঃখনন, ১৪.২৫ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ নির্মাণ ও ৭৭৫.৪২ কিলোমিটার সেচনালা নির্মাণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট কার্যক্রম প্রকল্প মেয়াদের মধ্যেই সম্পন্ন করা হবে। চলমান ১৫টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১,০৪,৬৪২ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

দেশে প্রথমবারের মত নতুন প্রযুক্তি নির্ভর রাবার ড্যাম এর মাধ্যমে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণ করে শুষ্ক মৌসুমে সেচ কার্যক্রম হাতে নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে ময়মনসিংহ জেলায় হালুয়াঘাট উপজেলায় মেনোংছড়া নামক স্থানে ৫০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১টি এবং সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক উপজেলায় সোনাই নদীতে ১০০ মিটার দৈর্ঘ্যের ১টি সহ সর্বমোট ২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে জলবায়ু ট্রাস্ট ফান্ডের আওতায় বিএডিসি কর্তৃক চট্রগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া উপজেলায় ইছামতি নদীতে দুটি রাবার ড্যাম নির্মাণের কাজ বাস্তবায়নাধীন আছে। উক্ত ড্যাম দুটি নির্মাণের পর অতিরিক্ত প্রায় ১,৫০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং এর ফলে বছরে প্রায় ৬,৭৫০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে।

আগামী ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে সিলেট জেলার বিশ্বম্ভরপুরে আরো একটি রাবার ড্যাম নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। রাবার ড্যাম নির্মাণের ফলে উক্ত এলাকায় প্রায় ৮,৭০০ হেক্টর জমি সেচ সুবিধার আওতায় আসবে এবং বছরে প্রায় ১৫,৬০০ মেট্রিক টন অতিরিক্ত খাদ্য শস্য উৎপাদিত হবে। এছাড়াও "কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ভূপরিস্থ পানি ব্যবহারের জন্য রাবার ড্যাম নির্মাণ" শীর্ষক একটি প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। প্রকল্পটিতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১০টি রাবার ড্যাম ও ২টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে। সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। ২০০১-০২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির আয়তন ছিল ৪৮.০৪ লক্ষ হেক্টর, যা ২০১১-১২ অর্থবছরে ৬৫.১৫ লক্ষ হেক্টর এ উন্নীত হয় । ২০১২-১৩ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন জমির আয়তনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৭৩.৯৭ লক্ষ হেক্টর। বছরভিত্তিক সেচকৃত জমির আয়তন সারণি ৭.৪-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৪: সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টরে)

সেচ পদ্ধতি	২০০১-০২	২০০২-০৩	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭ *	২০০৭-০৮*	২০০৮-০৯*	২০০৯-১০*	২০১০-১১*	২০১১-১২	২০১২-১৩ লক্ষ্যমাত্রা
মেজর ইরিগেশন	৪.৭০	৪.৮৫	০.৪৯	৬.০৬	৭.৮৫	৬.১৯	৬.৩৭	৫.৭৫	**১০.৪১	১০.১১**	১০.১৪	১০.৫৪
এলএল পি	৭.৬১	৭.৬৪	৭.৬৬	৮.৩৮	৮.০৩	৮.১০	১০.৪৫	১১.৫৭	৮.৯৫	১১.১০	১০.৭৭	১০.৮০
দেশীয় পদ্ধতি	১.৮২	১.৭৬	১.৭৫	১.০৭	০.০০	১.৩৭	০.০০	০.৪৪	১.৫৮	১.৯০	২.০৪	১.৮০
(ক) উপ মোটঃ	১৪.১৩	১৪.২৬	৯.৯০	১৫.৫১	১৫.৮৮	১৫.৬৬	১৬.৮২	১৭.৭৫	২০.৫৪	২২.২১	২২.৯৫	২৩.১৪
গভীর নলকুপ	৫.৮২	৫.৮৪	৫.৮৪	৬.৫৪	৭.০১	৭.২৫	৭.৫৫	৭.৯০	৬.৬০	৭.১৯	৭.৫৪	৮.৪৫
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ ভেরি- ডিপসেট)	২৭.৪৭	২৭.৫৭	২৭.৭৭	৩১.৬০	৩১.২১	৩১.৯৬	৩৩.৭০	৩৩.৭২	২৯.৩১	৩৫.০৫	৩৪.৬৬	৪২.৩৮
অন্যান্য	০.৬৩	০.৫৮	০.৪৪	০.০০	০.০০	০.১৪	০.০০	০.১৫	০.০৫	০.০০	০.০০	০.০০
(খ) উপ মোটঃ	৩৩.৯১	৩৩.৯৮	৩৪.০৫	৩৮.১৪	৩৮.২১	৩৯.৩৬	৪১.২৫	৪১.৭৭	৩৫.৯৬	৪২.২৪	৪২.২০	৫০.৮৩
মোট সেচ (ক+খ)	৪৮.০৪	৪৮.২৪	৪৩.৯৫	৫৩.৬৫	৫৪.১০	৫৫.০১	৫৮.০৭	৫৯.৫৩	৫৬.৯০	৬৪.৩৫	৬৫.১৫	৭৩.৯৭

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই, কৃষি মন্ত্রণালয়, **পাউবো।

কৃষি ঋণ

বাংলাদেশের কৃষি ভরণপোষণ পর্যায়ে (subsistence level) পরিচালিত হওয়ায় প্রয়োজনীয় উপকরণ হিসেবে কৃষি ঋণ একটি ভিন্ন মাত্রার গুরুত্ব বহন করে। দেশের খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার তথা সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কৃষি খাত এবং পল্লী অঞ্চলের ভূমিকা সমুন্নত রাখার লক্ষ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণ-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । এ পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাংক ও অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। প্রান্তিক পর্যায়ে কৃষি ঋণ কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে সম্প্রতি বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে ২০০৯-১০ ও ২০১০-১১ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশিত করে ২০০৯-১০, ২০১০-১১ ,২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে।

২০০৯-১০ অর্থবছরে ১১,৫১২.৩০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১১,১১৬.৮৮ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। ২০১০-১১ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংক এবং বিআরডিবি'র মাধ্যমে মোট ১২,৬১৭.৪০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১২,১৮৪.৩৪ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৭ শতাংশ) ঋণ বিতরণ করা হয়েছিল। ২০১১-১২ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৩,৮০০.০০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৩,১৩২.১৫ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৯৫.১৬ শতাংশ) বিতরণ করা হয়েছে।

২০১২-১৩ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচিতে বিগত নীতিমালার মূল দিকগুলো গ্রহণের পাশাপাশি সকল ব্যাংকের কার্যকর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কৃষি ও পল্লী ঋণের পরিমাণ ও আওতা বৃদ্ধি, আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ডের সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদেরকে অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে শতকরা ৪ ভাগ রেয়াতি সুদ হারে ঋণ প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় বিদ্যমান প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবহারসহ বেশ কিছু নতুন বিষয় সংযোজিত হয়েছে, যা প্রত্যাশিত কৃষি উৎপাদনের প্রত্যক্ষ সহায়তার পাশাপাশি পল্লী এলাকায় অর্থ প্রবাহ বৃদ্ধি এবং আয় উৎসারী

কর্মকান্ডের সম্প্রসারণের মাধ্যমে পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন ও পল্লী অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর জীবন মান উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট ১৪,১৩০.০০ কোটি টাকার কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং মার্চ ,২০১৩ সময় পর্যন্ত মোট ১০,২০০.০৬ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭২.১৯ শতাংশ।

২০০১-০২ অর্থ বছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থ বছরের মার্চ ,২০১৩ পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত নিম্নের সারণি- ৭.৫ এ দেয়া হলো।

সারণি ৭.৫: বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থ বছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০০০-২০০১	৩২৬৫.৯২	৩০১৯.৬৭	২৮৭৭.৮৭	১১১৩৭.২৬
২০০১-২০০২	৩৩২৬.৬৪	২৯৫৪.৯১	৩২৫৯.৬৬	১১৪৯৮.১৩
২০০২-২০০৩	৩৫৬০.৫৩	৩২৭৮.৩৭	৩৫১৬.৩১	১১৯১৩.৩৫
২০০৩-২০০৪	৪৩৭৮.৯৪	৪০৪৮.৪১	৩১৩৫.৩২	১২৭০৫.৯৫
২০০৪-২০০৫	৫৫৩৭.৯১	৪৯৫৬.৭৮	৩১৭১.১৫	১৪০৩৯.৮৪
২০০৫-২০০৬	৫৮৯২.২১	৫৪৯৬.২১	৪১৬৪.৩৫	১৫৩৭৬.৭৯
২০০৬-২০০৭	৬৩৫১.৩০	৫২৯২.৫১	৪৬৭৬.০০	১৪৫৮২.৫৬
২০০৭-২০০৮	৮৩০৮.৫৫	৮৫৮০.৬৬	৬০০৩.৭০	১৭৮২২.৫০
২০০৮-২০০৯	৯৩৭৯.২৩	৯২৮৪.৪৬	৮৩৭৭.৬২	১৯৫৯৮.১৫
২০০৯-২০১০	১১৫১২.৩০	১১১১৬.৮৮	১০১১২.৭৫	২২৫৮৮.৫৮
২০১০-২০১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-২০১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-২০১৩*	১৪১৩০.০০	১০২০০.০৬	১০০৮৪.৩৯	২৮৮৪১.০৩

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। * মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত।

কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ৮,৯১৭.৫২ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ৭,৬৭৫.৪৮ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ১,২৪২.০৪ কোটি টাকা) বরাদ্দ ছিল। সে সময়ে দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ৬,৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছিল। ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে ইতোমধ্যেই সম্পূর্ণ অর্থ অর্থাৎ ৬,০০০.০০ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটে ১২,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। তাছাড়া, কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫২.০৭ কোটি টাকা।

কৃষির উন্নয়নের জন্য সরকার স্বাভাবিক বরাদ্দের অতিরিক্ত হিসেবে কৃষিজাত সামগ্রী রপ্তানির ক্ষেত্রে ৩০ শতাংশ নগদ সহায়তা (cash incentive) এবং কৃষিতে বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ রিবেট এর সুবিধা রেখেছে। ডাল, তৈলবীজ এবং মসলার উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৃষি ঋণের সুদের হার ৮ শতাংশ থেকে হ্রাস করে ৪ শতাংশ করা হয়েছে।

কৃষিখাতে উন্নয়ন কার্যক্রম

(ক) বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুর্নবাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এসব বিবেচনায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতায় যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং প্রক্রিয়াধীন আছে সেগুলো হলঃ

➢ **গৃহীত কার্যক্রম**

- মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন, প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো উন্নয়ন, সার ও কৃষি যন্ত্রপাতি সহজলভ্যকরণ, ক্রপজোনিং, বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায় হোমস্টেড গার্ডেনিং, বালাই ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- কৃষি প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- দেশের দক্ষিণাঞ্চলের জন্য লবণাক্ত সহিষ্ণু জাত এবং উত্তরাঞ্চলের খরাপ্রবণ এলাকার খরা সহিষ্ণু জাতের ধানের উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে ফসলের উৎপাদন বাড়ানোর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- দক্ষিণ- পশ্চিম উপকূলীয় অঞ্চলে বীজবর্ধন খামার স্থাপনের মাধ্যমে উন্নত বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে;
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য বিএমডিএ কর্তৃক কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণের গ্রামীণ যোগাযোগ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকি মোকাবেলায় নতুন জাতের ফসল উদ্ভাবনের কার্যক্রম চলছে;
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে ‘‘খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি’’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- চিনি ও গুড়ের আমদানি নির্ভরশীলতা কমানোর লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

➢ **প্রক্রিয়াধীন কার্যক্রম**

- বীজ হিমাগার স্থাপনের মাধ্যমে বীজের সংকট দূর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার প্রকল্প স্থাপন করা হচ্ছে;

- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা কার্যক্রমের আওতায় পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে;
- দেশে ফলের উৎপাদন বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সমন্বিত উদ্যান উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

২০১১-১২ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপ- খাতে সর্বমোট ৭১টি উন্নয়ন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত আছে। তন্মধ্যে জেডিসিএফভুক্ত ৭টি প্রকল্পসহ বিনিয়োগ প্রকল্প মোট ৬৭টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪টি। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্প সমুহের অনুকূলে সর্বমোট ১০১৯.২৪ কোটি (স্থানীয় সম্পদঃ ৮০৮.৩১ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যঃ ২১০.৯৩ কোটি টাকা) টাকা বরাদ্দ আছে। জুন, ২০১২ পর্যন্ত আরএডিপি বরাদ্দ থেকে ব্যয় হয়েছে মোট ৯৮২.৭১ কোটি টাকা, যা মোট আরএডিপি বরাদ্দের প্রায় ৯৬.৪২ শতাংশ।

২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ফসল ও সেচ উপ- খাতে সর্বমোট ৬৫টি উন্নয়ন প্রকল্প অর্ন্তভুক্ত রয়েছে । তন্মধ্যে জেডিসিএফভুক্ত ৭টি প্রকল্পসহ বিনিয়োগ প্রকল্প ছিল মোট ৬১টি এবং কারিগরি সহায়তা প্রকল্প ৪টি। উক্ত উন্নয়ন প্রকল্পের অনুকূলে সর্বমোট ১২৩০.০৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তন্মধ্যে জিওবি অর্থ ৮৭০.১১ কোটি টাকা (মোটের প্রায় ৭১ শতাংশ) এবং প্রকল্প সাহায্য ৩৫৯.৯৬ কোটি টাকা (মোটের প্রায় ২৯ শতাংশ)। চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি,২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ব্যয় হয়েছে ৫৬৬.৯৫ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের প্রায় ৪৬শতাংশ।

(খ) রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১১৮টি কর্মসূচির জন্য মোট ১৫৯.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে মার্চ, ২০১৩ পর্যন্ত ছাড় হয়েছে ১০০.৫৫ কোটি টাকা; যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৬৩ শতাংশ। উল্লেখ্য, ২০১১-১২ অর্থ বছরে কৃষি মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ৯৫টি কর্মসূচির জন্য মোট ১৫৪.৩৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন, ২০১২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছিল ১৪৪.১৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩ শতাংশ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিজ আমিষ সরবরাহ বৃদ্ধি করা এ খাতের একটি অন্যতম লক্ষ্য । এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হচ্ছে । উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হচ্ছে-সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও জোরদারকরণ, খাস জলাশয়ে মৎসজীবীদের প্রবেশাধিকার নিশ্চিতকরণ, বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ ও মুক্ত জলাশয়ে মাছের পোনা অবমুক্তকরণ,মৎস্য অভয়াশ্রম সৃষ্টি, ঘের ও খাঁচায় মাছ চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারণ, ভরাট হয়ে যাওয়া নদী পুনঃখনন করে মাছের আবাসস্থল পুনরুদ্ধার এবং গবেষণার মাধ্যমে উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ। মৎস্য অধিদপ্তর মানব উন্নয়নের লক্ষ্যে মৎস্য/চিংড়ি চাষি ও মৎস্যজীবীদের নিয়মিতভাবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে।এছাড়াও মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের দরিদ্র মৎস্যচাষি ও মৎস্যজীবীদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন করছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৩২.২২ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১২-১৩ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৩৪.০০ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬- এ ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১১-১২ পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩ (প্রাক্কলিত)
১. অভ্যন্তরীণঃ								
(ক) মুক্ত জলাশয়								
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৩৭	১.৩৭	১.৬৯	১.৮২	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭
সুন্দরবন	১.৭৮	০.১৮	০.১৮	০.২০	০.০৮	০.২২	০.২২	০.২২
বিল	১.১৪	০.৭৫	০.৭৮	০.৯৩	১.২৭	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৮	০.০৮	০.০৯	০.০৭	০.০৯	০.০৮	০.০৯
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.৬৮	৮.১৯	৬.১৭	৭.০৫	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**১০.০৬**	**১০.৬০**	**৯.০৮**	**১০.২৯**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৫৩**
(খ) চাষকৃত								
পুকুর	৩.৩৮	৮.১২	৮.৬৬	১০.২৭	১১.৩৯	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯
বাওড়	০.০৫	০.০৪	০.০৫	০.০৬	০.০৯	০.৫১২	০.০৫২	০.০৬
অর্ধ আবদ্ধ	১.২২	-	-	-	০.৪৬	০.০৪৯	১.৩২	১.৩৯
চিংড়ি খামার	২.৭৫	১.২৯	১.৩৫	১.৪৯	১.৫৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৪১**	**৯.৪৬**	**১০.০৬**	**১১.৮২**	**১৩.৫২**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.২৮**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.৬৬**	**১৯.৫২**	**২০.৬৬**	**২০.৯০**	**২৩.৮২**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৭.৮১**
২. **সামুদ্রিকঃ**								
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৩৫	০.৩৪	০.৪৮	০.৩৪	০.৪১৭	০.৭৩	০.৭৮
(খ) আর্টিসেন্যাল		৪.৫২	৪.৬৩	৫.৬৩	৪.৮৩	৫.০৫	৫.২৫	৫.৩১
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৪.৮৭**	**৪.৯৭**	**৬.১১**	**৫.১৭**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৬.০৯**
সর্বমোট	**-**	**২৪.৪০**	**২৫.৬৩**	**২৭.০১**	**২৮.৯৯**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৩.৯০**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয় ।

মাছের রেনু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মনুষ্যসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা যেমন অপরিকল্পিতভাবে নির্মিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ, শস্য ক্ষেতে কীটনাশকের অপরিমিত ও অবাধ ব্যবহার, পানি দূষণ ইত্যাদি নানাবিধ কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেনু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেনু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর ৩২ টি সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে । এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে। এ মানসম্পন্ন ব্রুড মাছগুলো স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১২৫টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৯০২ টি হ্যাচারি পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৭: মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৫	১১২	৭৩১	৫.১৩	৩১৫.৮৯	৩২১.০২	২.০৮	৪৬১.০৬	৪৬৩.১১
২০০৬	১১২	৭৬৪	৪.৮২	৪০৭.৮৩	৪১২.৬৫	১.২৪	৪২৮.২৮	৪২৯.৫২
২০০৭	১১৩	৮৬০	৬.২৪	৪৫৭.২৯	৪৬৩.৬৫	২.০৩	৬২২.১৩	৬২৪.১৬
২০০৮	১১৩	৮৭৩	৬.৪০	৪১৬.৯৫	৪২৪.৩৫	২.৭৬	৫৪৯.০৪	৫৫১.৮০
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

প্রতিবছর নভেম্বর থেকে মে মাস পর্যন্ত মোট সাত মাস জাটকা রক্ষা কর্মসূচি পালন করা হয়ে থাকে। জাটকা আহরণকারী মৎস্যজীবীদের বিকল্প কর্মসংস্থান টেকসই ভিত্তিতে পরিচালনার নিমিত্ত ইলিশ অভয়াশ্রম সন্নিহিত ৪টি জেলায় ৫ বছর মেয়াদি জাটকা সংরক্ষণ, জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান ও গবেষণা প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ২০০৯ ,২০১০ ও ২০১১ সালে প্রকল্পভুক্ত উপজেলাসমূহে জাটকা আহরণকারী অপেক্ষাকৃত দরিদ্র্য মৎস্যজীবীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। বিগত দুই বছরে জাটকা আহরণে বিরত থাকা জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য ৬,৮৬৯টি জেলে পরিবারকে ২০১০-১১ সালে ৫.১৭ কোটি টাকা এবং ৭,৫০০টি জেলে পরিবারকে ২০১১-১২ সালে ৫.৮৮ কোটি টাকা ব্যয়ে উপকরণ সহায়তা প্রদান এবং ৭৭৮৫ জন সুফলভোগীকে বিকল্প কর্মসংস্থান বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ঘোষিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রম সংরক্ষণের নিমিত্ত বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচারণা কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। ভরা প্রজনন মৌসুমে চিহ্নিত প্রজননক্ষেত্রে প্রজননক্ষম ইলিশ সংরক্ষণ ও অবাধ প্রজনন করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তরের উদ্যোগে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বিএফআরআই-এর অংশগ্রহণে বিশেষ সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে । জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১১-১২ অর্থবছরে ইলিশের উৎপাদন ৩.৪৭ লক্ষ মেট্রিক টন-এ পৌঁছেছে, যা ২০০৮-০৯ অর্থবছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য উন্নত দেশে রপ্তানি হয়। ২০১১-১২ অর্থ বছরে ০.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,৭০৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরে (জানুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত) ০.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ২,৬২৬.৮৭ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিল নার্সারি কার্যক্রম গ্রহণ করে মুক্ত জলাশয়ে পোনা অবমুক্তির কার্যক্রম এবং উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। HACCP পদ্ধতি প্রর্বতনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এখাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে।

মৎস্য উপখাতে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)

চলতি ২০১২-১৩ অর্থবছরে মৎস্য উপখাতে ২২ টি প্রকল্পের (বিনিয়োগ ১৯টি এবং কারিগরি ৫টি) অনুকূলে মোট ২৪৬.১০ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ১৭৩.৯৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৭২.১৩ কোটি টাকা) বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। তন্মধ্যে এপ্রিল, ২০১৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১২৯.১৫ কোটি টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৭৮.৩৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৫০.৭৯ কোটি টাকা), যা মোট বরাদ্দের ৫২.৪৮ শতাংশ।

রাজস্ব বাজেটের আওতায় উন্নয়ন কর্মসূচি

২০১১-১২ অর্থ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১১টি কর্মসূচির জন্য মোট ২৫.৮৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থের অনুকূলে ফেব্রুতয়ারি, ২০১২ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪.৬৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ১৭.৯০ শতাংশ।

২০১০-১১ অর্থ বছরে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য অনুন্নয়ন বাজেটের আওতায় ১২টি কর্মসূচির জন্য মোট ৩৭.৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে ১২টি কর্মসূচির অনুকূলে জুন, ২০১১ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩৪.৬৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.০২ শতাংশ।

প্রাণিসম্পদ

২০১১-১২ অর্থ বছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ছিল ২.৫ শতাংশ (প্রাক্কলিত)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১২-১৩ অর্থ বছরে মোট কৃষিজ জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ৩.৪৯ শতাংশ প্রাক্কলন করা হয়েছে। জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপ-খাতের অংশ স্বল্প হলেও দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস- মুরগির টিকা উৎপাদন ও সম্প্রসারণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস- মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম।

বিগত বছরগুলোয় বিভিন্ন প্রজাতির গবাদিপশু-পাখির সংখ্যার প্রবৃদ্ধির আলোকে ২০১২-১৩ অর্থ বছর শেষে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়াবে প্রায় যথাক্রমে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ ২০ হাজার ও ২৯ কোটি ৩২ লক্ষ ৩৫ হাজার। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হ'লঃ

সারণি ৭.৮: প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

প্রাণি /পাখি	সংখ্যা (লক্ষ)						
	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
গরু	২২৮.৭	২২৯.০	২২৯.৭৬	২৩০.৫১	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩২.৪১
মহিষ	১২.১	১২.৬	১৩.০৪	১৩.৪৯	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৪৭
ছাগল	২০৭.৫	২১৫.৬	২২৪.০১	২৩২.৭৫	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.১২
ভেড়া	২৬.৮	২৭.৮	২৮.৭৭	২৯.৭৭	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.২০
মোট গবাদি প্রাণি	৪৭৫.১	৪৮৫.০	৪৯৫.৫৮	৫০৬.৫২	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩০.২০
মোরগ মুরগি	২০৬৮.৯	২১২৪.৭	২২১৩.৯৪	২২৮০.৩৫	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৬৬.০০
হাঁস	৩৯০.৮	৩৯৮.৪	৪১২.৩৪	৪২৬.৭৭	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৬৬.৩৫
মোট হাঁস - মুরগি	২৪৫৯.৭	২৫২৩.১	২৬২৬.২৮	২৭০৭.১২	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৩২.৩৫

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি, ২০১৩ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ,মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছর থেকে ২০১২-১৩ অর্থবছর পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হ'লঃ

সারণি ৭.৯: দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন							
		২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
দুধ	লক্ষ টন	২২.৭	২২.৮	২৬.৫০	২২.৮৬	২৩.৬৫	১৮.৯১	৩৪.৬৩	৩৪.৬৩
মাংস	লক্ষ টন	১১.৩	১০.৪	১০.৪০	১০.৮৪	১২.৬৪	১২.৭৯	২৩.৩২	২৫.৩২
ডিম	লক্ষ টি	৫৪২২০	৫৩৬৯০	৫৬৫৩২	৪৬৯২০	৫৭৪২৪	৪২১১০	৭৩০৩৮	৫১৩৪৭

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি/২০১৩ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

কৃত্রিম প্রজনন একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ২,৯৬৩টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে । চলতি ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৮.২৬ লক্ষ।

প্রাণি সম্পদ আইন প্রণয়ন ও প্রাণি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন

গবাদিপশু-পাখির মানসম্মত খাদ্য সরবরাহ এবং নির্বিচারে গবাদিপশু জবাই রোধসহ মানুষের জন্যে মানসম্মত মাংস সরবরাহের বিষয়াদি বিবেচনা করে যথাক্রমে মৎস্য ও পশু খাদ্য আইন-২০১০ এবং পশু জবাই ও মাংসের মান নিয়ন্ত্রণ আইন-২০১১ জাতীয় সংসদ কর্তৃক পাশ হয়েছে। বর্তমানে এই আইন দু'টির বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে। এ ছাড়া বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন-২০১০ প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে।

দেশে প্রাণি চিকিৎসার আধুনিক সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে ৬৪টি জেলা সদরে প্রতিষ্ঠিত জেলা প্রাণি হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির রোগ নির্ণয় এবং কেন্দ্রীয় প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার ও নির্বাচিত জেলাগুলোতে প্রাণিপুষ্টি গবেষণাগার হতে পোল্ট্রি ও গবাদি প্রাণির খাদ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে সুষম খাদ্য নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। উপজেলা ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি কেন্দ্র হতেও রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সুবিধার পাশাপাশি ক্ষুদ্র খামারি ও কৃষকগণকে গবাদি প্রাণি, হাঁস-মুরগি লালন পালনের উপর প্রশিক্ষণ ও পরামর্শ সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অনেকেই আত্নকর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য খামার স্থাপন করেছেন। ফেব্রুয়ারি'২০১৩ পর্যন্ত সময়ে দেশের ৬৪টি জেলায় মোট ৬৫,৯০২টি পোল্ট্রি খামার, ৫৫,১৭৪টি ডেইরি খামার, ২,৬৬৪টি ছাগল ও ১২৬৭টি ভেড়ার খামার রেজিষ্ট্রি করা হয়েছে। উপজেলা প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন কেন্দ্র (ULDC) প্রকল্প (৩য় পর্যায়)' এর মাধ্যমে বিভিন্ন উপজেলায় পুরাতন ইউএলডিসি মেরামত ও নতুন ইউএলডিসি নির্মাণ এবং হ্যাচারিসহ আঞ্চলিক হাঁস প্রজনন স্থাপন প্রকল্প (৩য় পর্যায়) কর্তৃক বিভিন্ন সরকারি খামারে হ্যাচারি স্থাপন এবং অন্যান্য প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ কাজ চলছে।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৬ প্রকারের টিকা উৎপাদন,বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১২-১৩ অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মোট ১০ কোটি ১৪ লক্ষ ৭৮ হাজার ডোজ টিকা বীজ উৎপাদিত হয়েছে। একই অর্থ বছরে উল্লিখিত সময়ে মোট ৩৫.৩৯ লক্ষ গবাদিপ্রাণি এবং ৩১২.৮৫ লক্ষ হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে। সারণি-৭.১০ এ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড (ফেব্রুয়ারী ২০১৩ পর্যন্ত) দেখানো হলো।

সারণি-৭.১০ : প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ড

(সংখ্যাসমূহ লক্ষে)

কর্মকান্ড	অর্থ বছর									
	২০০৩-০৪	২০০৪-০৫	২০০৫-০৬	২০০৬-০৭	২০০৭-০৮	২০০০-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩*
কৃত্রিম প্রজনন (গাভী)	১৩.১৮	১৪.২২	১৫.৯৬	১৭.৮৩	১৮.১০	২০.০০	২২.৭০	২৪.৪২	২৬.৯২	১৮.২৬
চিকিৎসা (গবাদিপ্রাণি-পাখি)	১৯৪.৯১	১৯৪.৯২	১৯৪.৯১	২৮৭.৯৪	২৯৬.৩০	২৭৫.২৫	৩৭৪.৬৮	৪৯৬.৬০	৪৫৭.১৪	৩৪৮.২৫
টিকা উৎপাদন (গবাদিপ্রাণি-পাখি)	১৯১৬	২২৭৮	২১৪২	২৮৬৯	২৪৪৭	২০৬৫	২৩৯১	২৪১০	২৭৭৪	১০১৪.৭৮
প্রশিক্ষণ	৭.০৮	৬.২৪	৭.১৪	৮.১৩	৭.২৮	৮.০০	৮.৭৮	৯.৮১	৯.৫২	৫.৯৯

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি/২০১৩ পর্যন্ত।

এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু

২০০৭ সালের ২২ মার্চ সাভারস্থ বিমান পোল্ট্রি কমপ্লেক্স-এ প্রথম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা/বার্ড ফ্লু সনাক্ত হয়। জুলাই,২০১২ থেকে ফেব্রুয়ারি,২০১৩ পর্যন্ত রোগটির বিস্তার রোধ ও এর কারণে জনস্বাস্থ্যের ক্ষতি প্রতিরোধকল্পে আক্রান্ত খামারের এ পর্যন্ত ১,৫১,০৭৫টি মুরগি এবং ৩,৪৯,৫৫২টি ডিম ধ্বংস করা হয়েছে। ২০০৭ থেকে ফেব্রুয়ারি,২০১৩ পর্যন্ত সময়ে খামারিদের ভিতর মোট ২৫.৪৯ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া "Avian Influenza Preparendness and Response Project' এবং "Strengthening of Support Services For Combating Avian Influenza in Bangladesh' শীর্ষক দুটি প্রকল্প বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন আছে। এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সনাক্তকরণ ও ত্বরিৎ ব্যবস্থা গ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে স্থাপিত হয়েছে ওয়েবভিত্তিক এস,এম,এস গেইটওয়ে সিস্টেম যার মাধ্যমে সংক্ষিপ্ত বার্তা প্রেরণ ও গ্রহণ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে ,যা রোগটি নিয়ন্ত্রণে সহায়ক ভূমিকা রাখছে ।

ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রজেক্ট (NATP)

প্রাণিসম্পদ সম্প্রসারণ সেবা উপজেলা হতে গ্রাম পর্যন্ত বিকেন্দ্রীকরণ এবং খামারি/কৃষকের চাহিদামত প্রযুক্তিনির্ভর সেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে গ্রামে গ্রামে Common Interest Group (CIG), Producer Organisation (PO), ইউনিয়ন পর্যায়ে Community Extension Agent for Livestock (CEAL) এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রাণিসম্পদ বিভাগের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি করার জন্য NATP প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ইউনিয়ন পর্যায়ে সম্প্রসারণ মাইক্রোপ্লান প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং তৃণমূল পর্যায়ে মাঝারি কৃষকদের সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে Farmers Information and Advice Centre (FIAC) বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই প্রকল্পে মোট ৩,৮৯২টি CIG গঠন এবং ১২৮০ জন CEAL নির্বাচন করা হয়েছে।

আই সি টি উন্নয়ন

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরকে IT Enable করার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে ফেব্রুয়ারি,২০১৩ পর্যন্ত সময়ে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং সদর দপ্তর ও মাঠ পর্যায়ের দপ্তরের মধ্যে দ্রুত তথ্য আদান-প্রদানের লক্ষ্যে সর্বমোট ৪৭০টি ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া হয়েছে। প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তরে Local Area Network (LAN) স্থাপন করা হয়েছে। এই LAN এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের প্রতিটি কম্পিউটার একটি Network-এর আওতায় চলে এসেছে। অধিদপ্তরের ৮০টি কম্পিউটারে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার জন্য বাংলাদেশ টেলিফোন কোম্পানি লিমিটেড (BTCL) থেকে উচ্চগতি সম্পন্ন 1 Mbps Leased Internet সংযোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া Web enable GIS (Geographical Information System) based MIS Software Development-এর কাজ উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হচ্ছে।

প্রাণিসম্পদের উৎপাদনের উপর জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সারা বিশ্বের উৎপাদন ব্যবস্থার উপর বেশ প্রভাব পড়েছে , বিশেষ করে বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণে গবাদিপশুর উপর বর্ধিত তাপমাত্রার পীড়নের ফলে উৎপাদন সরাসরি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে এবং নতুন নতুন রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিচ্ছে। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ফলে চারণভূমি হ্রাস পাচ্ছে। বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় নতুন জেগে ওঠা চর কিংবা সরকারের খাস জমিতে সমবায়ের ভিত্তিতে চারণভূমি স্থাপনের জন্য নীতিমালা প্রণয়নের কাজ চলছে।

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি

প্রাণিসম্পদ উপখাতে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর ১৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য ২০১২-১৩ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ১৪১.৫১ কোটি টাকা টাকা (স্থানীয় সম্পদে ৫৫.২৫ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৮৬.২৬ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে চলতি অর্থ বছরের ফেব্রুয়ারি/২০১৩ পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৮০.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দের প্রায় ৫৬.৬৯ শতাংশ।